بنغالي

67

مسألة في الأضحية

৬৭টি

কুরবানী বিষয়ক মাসয়ালা

অনুবাদ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

Hot Line
(+965)97266695

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মূলঃ

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

মাওলানা মামুনুর রশীদ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হতে থাক, মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর। এবং সাহাবায়ে কেরামগণের উপর, আর যারা তাদের পদাঙ্ক উত্তমরূপে অনুসরণ করবে তাদের উপর।

এই পুস্তিকাতে কুরবানী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত **৬৭টি মাসয়ালা** আলোচনা করা হয়েছে। আশা করছি এতে পাঠকগণের অনেক উপকার হবে। সুতরাং এটি শেয়ার করে সকলের নিকট পৌঁছে দিন। মহান আল্লাহ উত্তম জাযা প্রদান করবেন।

কুরবানীকে আরবী ভাষায় উদহিয়া বলা হয় । উদহিয়া- যা ঈদের দিনগুলোতে চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, ভেড়া) এ জাতীয় পশু আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্যে যবাহ করা হয় । আর দাহওয়া অর্থ হলো, সূর্য উপরের দিকে উঠা । আর কুরবানী করার সময় তখনই শুরু হয় যখন সূর্য উপরের দিকে উঠা শুরু হয় ।

হিজরী দ্বিতীয় সালে কুরবানীর প্রচলন উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শুরু হয় । আর এটি ইসলামের প্রতীক । যা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা প্রমাণিত ।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন । (সূরা কাওসার: ২)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবাহ কারার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে । (সূরা হাজ্জ: ৩৪)

কুরবানী বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কথা ও ব্যক্তিগত আমল এবং উম্মতদের মধ্যে এর প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে ।

৩ **কুরবানীর অনেক ফযীলত রয়েছে,** তবে এর কোন সীমা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তাই এই বিষয়ে হাদীস বর্ণনা ও প্রচার করতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

৪ **কুরবানী জামহূর উলামাদের মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।** কারো কারো মতে সামর্থবানদের উপর ওয়াজিব। এটি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ও ইমাম মালেক ও আহমদেরও মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এটি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যার সামর্থ আছে তার উচিত কুরবানী করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে। (ইবনে মাজাহ: ৩১২৩)

৫ **কুরবানী সকলের জন্য করার বিধান রয়েছে।** পুরুষ, নারী, মুকীম, মুসাফির, গ্রামে অবস্থানকারী ও শহরে বসবাসকারী সকলের জন্য। ইমাম মালেকের নিকট হাজীদের জন্য কুরবানী নেই। তারা হাদী (কুরবানীর দিনগুলো পশু যবাই করে হারামবাসীদের বিতরণ করা) দিবে।

৬ **যার নিকট কুরবানীর পশু কেনার অর্থ নেই!** যদি পরবর্তীতে পরিশোধ করার সুযোগ থাকে তাহলে তিনি ঋণ করে কুরবানী করতে পারবেন। অথবা কিস্তিতে পশু ক্রয় করতে পারবেন। আর পরিশোধ করার সামর্থ না থাকলে প্রয়োজন নেই। কারণ এটি ওয়াজিব আমল নয়।

৭ কুরবানী করতে অক্ষম ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ পশু ক্রয় করতে আর্থিক সহযোগিতা করা বা ভেড়া কিংবা ছাগল হাদিয়া দেওয়া যেনো সে কুরবানী করতে পারে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِّ بِهَا.

'উকবাহ ইবনু আমির জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কতগুলো কুরবানীর পশু বণ্টন করলেন। তখন 'উকবাহ (রাঃ)-এর অংশে পড়ল একটি বকরীর বাচ্চা। 'উকবাহ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার অংশে পড়েছে একটি বকরীর বাচ্চা। তিনি বললেনঃ সেটাই কুরবানী করে নাও। (বুখারী; ৫৫৪৭. আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫০৩৬)

আর যিনি একাধিক কুরবানী করবেন, তার জন্য উত্তম হলো- অতিরিক্ত কুরবানীগুলোকে অন্যদের দিয়ে দেওয়া, যাতে তারাও আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

৮ কুরবানীর উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য হলো-

- আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করা, যার নির্দেশ মহান আল্লাহ দিয়েছেন।

  لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

  এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ: ৩৭)

- ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাতকে জীবিত রাখা।
- আল্লাহর বিভিন্ন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। তন্মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুর নিয়ামতও রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

  لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

  যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। (সূরা হাজ্জ: ২৮)

- হজ্জের কিছু আমলে (কুরবানী) বিভিন্ন দেশের হাজ্জীদের অংশগ্রহণ।
- পারিবারিকভাবে স্বচ্ছলতা, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন, অসহায়দের মাঝে কুরবানীর দিনগুলোতে গোশত বিতরণ।

মূল্য দান করার চাইতে কুরবানী করা উত্তম।

কেননা এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে একটি নিদর্শন, এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। চার ইমামগণই এই কথা বলেছেন যে, কুরবানী করা মূল্য দান করা অপেক্ষা উত্তম।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) বলেন- একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা আমার নিকট একটি ছাগল কুরবানী করা উত্তম। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৩৮৮/৪)

কেননা কুরবানী করা আল্লাহর নিদর্শন, এবং একক ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (সূরা কাওসার: ২)

সুতরাং মানুষ যদি কুরবানী না করে, সাদকাহ করে তাহলে উপরের এই নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

১০ কুরবানী করা জীবিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব। যেভাবে রাসূল (সা.) এবং সাহাবাগণ নিজের পক্ষ ও পরিবারের পক্ষ থেকে করেছেন। তবে হ্যাঁ যদি কোন ব্যক্তি ওয়াসিত করে মারা যান, তা পূরণ করা দরকার। অথবা জীবিত ব্যক্তির সাথে মৃতদের নাম দেওয়া যেতে পারে। এভাবে নিয়ত করবে যে, এই কুরবানী পরিবারের সকল জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে।

১১ মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা বৈধ। ফুকাহায়ে কেরামগণ এ বিষয়ে মত দিয়েছেন- এবং এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে, তাদের উপকার হয়। সাদকার উপর কিয়াস করে কথাটি বলা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী করা অপেক্ষা তার মূল্য দান করা উত্তম। কেননা সালফে সালেহীনদের কাছ থেকে মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা প্রমাণিত নয়।

কুরবানী বৈধ হওয়ার জন্য জতুষ্পদ জন্তু হওয়া শর্ত। আর সেগুলো হলো- উট, গরু, দুম্বা এবং যেসব প্রাণী এগুলোর প্রকারে পড়ে। যেমন ভেড়া, মহিষ, ছাগল।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ কারার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা হাজ্জ: ৩৪)

একটি ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং পরিবারের একজন পুরুষ বা নারী যদি একটি ছাগল কুরবানী করে, তাহলে এটি সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং সবাই সাওয়াব পাবে।

আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ

কোন লোক তার ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানী আদায় করত এবং তা নিজেরাও খেত, অন্যান্য লোকদেরকেও খাওয়াত। (তিরমিযী: ১৫০৫) আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

১৪ **যদি কুরবানী দাতা পরিবারের অন্যদের শামেল করার নিয়ত না করে,** তবুও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কর্তার অধীনস্থ থাকে।

১৫ **যদি একই বাড়িতে সব ভাই ও তাদের সন্তানগণ একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে থাকে,** অর্থাৎ রান্না-বান্না এক সঙ্গে হয়। এমন পরিবারের জন্য একটি ছাগল কুরবানী করলে যথেষ্ট হবে। আর যদি প্রত্যেকের ঘর ভিন্ন ভিন্ন ও রান্না-বান্না আলাদা আলাদা করা হয়, তাহলে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন কুরবানী করা জরুরি।

১৬ **যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে, তারও একটি কুরবানীই সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।** যেভাবে রাসূল (সা.) একটি কুরবানী সকল স্ত্রীদের পক্ষ থেকে করতেন। কুরবানীর কোন অংশই কোন স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। বরং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৭ **উট ও গরুতে সাত জন শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবে।** জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

হুদাইবিয়ার বছর (৬ষ্ঠ হিজরী) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি। (মুসলিম: ১৩১৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩০৫১, ইসলামীক সেন্টার ৩০৪৮)

১৮ **উট ও গরুতে শরীক হওয়া জায়েয,** যদিও শরীকদের কেউ কেউ কুরবানীর নিয়ত না করে, যেমন কেউ মান্নতের নিয়ত করলো কিংবা সাদাকার নিয়ত অথবা মেহমানদের আপ্যায়নের নিয়ত করলো। সকলের নিয়ত অনুযায়ী তা আদায় হয়ে যাবে।

১৯ **উট ও গরুতে সাত জনের কম সংখ্যক লোকও শরীক হতে পারবে।** কেননা যখন সাত জন শরীক হওয়া বৈধ, তখন সাতের কম সংখ্যা তো বৈধ হবেই। অতিরিক্ত অংশগুলো নফল হিসেব গৃহীত হবে।

ছাগল দুম্বা ভেড়াতে একের অধিক শরীক হওয়া যাবে না। কেননা এবিষয়ে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তেমনি একটি গরু ও উটে সাতের অধিক শরীক হওয়াও বৈধ হবে না। কেননা ইবাদত হলো শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, সুতরাং এখানে সংখ্যা পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি করা বৈধ হবে না।

২১ **কুরবানীতে পুংলিঙ্গ পশু উত্তম।** ইসলামী পন্ডিতদের কেউ কেউ বলেছেন- কুরবানীতে উত্তম পশু হলো ভেড়া, কেননা রাসূল (সা.) এই ভেড়া দিয়ে কুরবানী করেছেন। কিন্তু জামহুর বা আলেমদের বড় একটি দল বলেছেন- **প্রথমত** উট **তারপর** গরু উত্তম যদি পুরোটা একাই কুরবানী করে। **অতঃপর** মেষশাবক, (দুম্বার বাচ্চা) **তারপর** ছাগল। তাদের দলীল হচ্ছে- রাসূল (সা.) বলেছেন

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ

যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের (ফরয গোসল) গোসলের মতো গোসল করল, অতঃপর দিনের -

প্রথমভাগে মসজিদে এলো, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি গরু কুরবানী করল, অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি ভেড়া কুরবানী করল। (বুখারী: ৮৮১, মুসলিম: ৮৫০) এই হাদীসে উটকে প্রথমে এবং দ্বিতীয় স্থানে গরু তারপর ভেড়ার কথা বলা হয়েছে।

কুরবানীর পশু মোটা তাজা ও দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া উত্তম। আবু উমামা বিন সাহল বলেন-

كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُسَمِّنُوْنَ

আমরা মদীনায় কুরবানীর পশু মোটা-তাজা করতাম, এবং মুসলমানগণও মোটা-তাজা করতো। ইমাম বুখারী তালীকে আলোচনা করেছেন: ১০০/৭

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন-

عَـنْ أَنَـسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَـيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি শিংওয়ালা সাদা-কালো রঙের ভেড়া কুরবানী করতেন। বুখারী: ৫৫৬৪, আধুনিক প্রকা- ৫১৫৭, ইসলামিক ফাউ- ৫০৫৩)

কুরবানীর পশুটির নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন-

عَـنْ جَابِـرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ " لاَ تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِـنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মুসিন্নাহ্ (দুধ দাঁত পড়ে গেছে এমন পশু) ছাড়া কুরবানী করবে না। তবে এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর মনে হলে তোমরা ছ'মাসের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার। (মুসলিমঃ ১৯৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯২২, ইসলামিক সেন্টার ৪৯২৬)

৫ বছরের উট, ২ বছরের গরু এবং ১ বছরের ছাগলকে মুসিন্নাহ্ বলে। আর মেষশাবকের ছয় মাস হলে তাকে জাযআ বলে।

কুরবানীর পশু অবশ্যই বয়স পূর্ণ হওয়া ওয়াজিব। এর কম বয়সের পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ হবে না। বেশি হলে সমস্যা নেই।

কুরবানী দাতা পশুটির মালিক হতে হবে- ক্রয়, হেবা, উত্তরাধিকারী ইত্যাদির মাধ্যমে। এতিমের সম্পদ থেকে তার অভিভাবক কুরবানী করতে পারবে, যদি সে ধনবান হয়। হতে পারে কুরবানী না করলে এতিম সন্তানটি মনে মনে কষ্ট পাবে। তাই এতিমের সম্পদ হতে কুরবানী করা, যেনো সে আনন্দ লাভ করতে পারে। তবে তার সম্পদ ব্যবসার মাধ্যমে বৃদ্ধি না করে দান সদাকা করা ঠিক হবে না।

২৫ **কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করতে হবে।** আর কুরবানী করার সময় শুরু হয় ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযের পর হতে। রাসূল (সা.) বলেছেন-

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا،

আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। অতঃপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের রীতি পালন করল। (বুখারী: ৯৬৮, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯১৭, মুসলিম: ১৯৬১)

যদি কেউ ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে কুরবানী করে, তার কুরবানী শুদ্ধ হবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন-

وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই যবেহ্ করবে, তা শুধু গোশে্তর জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। (বুখারী: ৯৬৮, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯১৭, মুসলিম: ১৯৬১)

২৭ **তাকবীরে তাশরীকের তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সাথে সাথে কুরবানী করার সময় শেষ।** অর্থাৎ কুরবানী করার সময় মোট চার দিন। ঈদের দিন এবং এরপর আরো তিন দিন।

২৮ **কুরবানী করার উত্তম সময় হলো, প্রথম দিন। মুসল্লিগণ ঈদের নামায পড়ার পরই এর সময় শুরু হয়।** ক্রমান্বয়ে পরের দিনগুলো উত্তম। কেনান ভালো কাজ দ্রুত করা ভালো। চতুর্থ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করাই ভালো। কেননা কেউ কেউ কুরবানী তিন দিন পর্যন্ত করার কথা বলেছেন।

২৯ **কুরবানী দিনে ও রাতে উভয় সময় করা বৈধ।** তবে দিনে করা উত্তম। কেননা এটি প্রকাশ্য নিদর্শন, দিনের বেলায় গরীব অসহায়দের দান করতেও সহজ।

৩০ **কোন কারণে যদি কুরবানী করার সময় অতিক্রম করে,** অর্থাৎ কুরবানী করা সম্ভব না হয়, যদি এটি নফল কুরবানী হয়, তাহলে আর কিছু করতে হবে না। আর যদি মান্নতের হয় তাহলে পরে এটি কাজা করতে হবে। এবং গোশতগুলো বিতরণ করে দিবে।

৩১ **কুরবানী বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো- পশুটি ত্রুটি মুক্ত হতে হবে।** কেননা কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা লক্ষ্য। আল্লাহ নিজে সুন্দর আর তিনি সুন্দর জিনিস পছন্দ করেন। সুতরাং কুরবানীর পশু সুন্দর ও ত্রুটি মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩২ **যেসব ত্রুটির কারণে কুরবানী শুদ্ধ হয় না,** হাদীসে এমন **চারটি** ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ قَالَ لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي

বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেনঃ ১। খোড়া জন্তু যার খোড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; ২। একচক্ষু অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত; ৩। রুগ্ন পশু যার রোগ দৃশ্যমান এবং ৪। ক্ষীণকায় পশু যার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে- তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। (আবু দাউদ: ২৮০২, তিরমিযী: ১৪৯৭, ইবনে মাজাহ: ৩১৪৪)

৩৩ **স্পষ্ট রোগ্ন:** যা একটি পশুর গায়ে স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন জ্বর হওয়া, ফলে পশুটি নিজের খাবারের স্থানে হেঁটে যেতে পারে না, অথবা স্পষ্ট চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়া। ফলে গোশত নষ্ট হয়ে যায়। যা খেলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। অধিক ক্ষত হওয়া, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি থাকে।

৩৪ **হাদীসে বর্ণিত ৪টি রোগের মত আরো যদি এমন রোগ হয় বা এরচেয়ে মারাত্মক।** এমন রোগাক্রান্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ হবে না।

অন্ধ মানে যে পশুর দুই চোখই অন্ধ। তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। যে পশু মরে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এমন পশু দ্বারাও কুরবানী বৈধ নয়।

সামনের অথবা পেছনের কোন পা কাটা থাকলে। এমন পশু দিয়ে কুরবানী বৈধ হবে না। কেননা এই রোগাগুলো হাদীসে বর্ণিত রোগ থেকেও মারাত্মক।

৩৫ **কান, শিং, লেজ এবং পেছনের অতিরিক্ত চর্বির থয়লি যদি জন্ম থেকে না থাকে, তাহলে এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ।** যদি জন্মের পর ভেঙ্গে যায় বা কাটা হয়, তাহলে কুরবানী করা মাকরূহ। যদি দুম্বার চর্বির থয়লি কেটে ফেলা হয় এমন দুম্বা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। কেননা এটি বিশেষ অঙ্গে স্পষ্ট ত্রুটি।

৩৬ **এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা মাকরূহ-** যার কান ছিদ্র করা হয়েছে, অথবা কর্তন করা হয়েছে, অথবা কিছু দাঁত পড়ে গিয়েছে কিংব শিং ভেঙ্গে গিয়েছে।

৩৭ **খাসি (যেসব পশুর অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয়) দ্বারা কুরবানী করা বৈধ।** রাসূল (সা.) দুটি খাসি ভেড়া দ্বারা কুরবানী করেছেন। কেননা এতে গোশতে স্বাদ বৃদ্ধি হয়। ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন- আমার জানা মতে এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নাই।

যেসব পশুর অণ্ডকোষ ফেলা হয়নি এমন পশু দ্বারাও রাসূল (সা.) কুরবানী করেছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং বিশিষ্ট ও মোটাতাজা (শক্তিশালী খাসি নয় এমন) একটি মেষ কুরবানী করেছেন। এর চেহারা, পা ও চোখ ছিল মিটমিটে কালো। (তিরমিযী: ১৪৯৬ আবু দাউদ: ২৭৯৬ ইবনে মাজাহ: ৩১২৮, নাসায়ী ৪৩৯০, মিশকাত ১৭৬৬)

৩৮ **একটি পশুকে দুটি কাজের মাধ্যমে কুরবানীর পশু হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। প্রথমত,** মুখের কথা দ্বারা যে, এটি কুরবানীর জন্য। **দ্বিতীয়ত;** কেনার সময় কুরবানীর নিয়তে কেনা।

৩৯ **কুরবানীর জন্য পশু নির্দিষ্ট করণের পর কিছু বিধান প্রযোজ্য হয়-**

- পশুটি বিক্রি করা যাবে না বা কাউকে হেবা বা দান করাও যাবে না। কেননা এটি এখন মান্নতের মত হয়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ এর চেয়ে উত্তম পশু দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে, অথবা বিক্রি করে ভালোটা ক্রয় করা যাবে।

❋ এমন ত্রুটি দেখা দিলো যার ফলে কুরবানী বৈধ হবে না, তখন ত্রুটিমুক্ত পশু দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব।

❋ পশুটি যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায়, তার স্থানে আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব।

❋ কুরবানীর পশুটি যদি বাচ্চা দেয়, তাহলে সেটিকেও কুরবানী করতে হবে।

৪০ **কুরবানী করার নিয়ত করে যদি কেউ তা নিয়ত ভঙ্গ করে এতে কোন সমস্যা নাই।** তবে হ্যাঁ যদি পশু ক্রয় করে নেয়, তখন ঐ পশু যবাই করা ওয়াজিব। কেননা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হলে তা অবশ্যই যবাই করা জরুরি।

৪১ **কুরবানী দাতা নিজের হাতে পশু যবাই করা উত্তম যদি তার যবাই করার অভিজ্ঞতা থাকে।** কেননা যবাই করা একটি ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। সুতরাং এ কাজটি নিজে করাই মুস্তাহাব। আর একাজটি রাসূল (সা.)ও নিজ হাতে করেছেন। এবং রাসূল (সা.)-এর অনুসরণেই আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

কেউ যদি উত্তম ভাবে যবাই করতে না জানে, তাহলে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিবে।

(৪২) **যবাই করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ।** রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের সময় নিজ হাতে **৬৩টি** উট যবাই করার পর **১০০** সংখ্যা পূর্ণ করার জন্য হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা.)কে নিয়োগ দিয়ে ছিলেন।

(৪৩) **দ্বীনদার মুত্তাকী ব্যক্তি দ্বারা কুরবানীর পশু যবাই করা উত্তম।** যিনি ভালোভাবে যবাই করতে জানেন এবং যবাই সংক্রান্ত মাসায়েলও অবগত আছেন।

করাফী (রহ.) বলেন, লোকের যেনো দ্বীনদার দেখে তাদের কুরবানীর পশু যবাই করার জন্য কোন লোককে নিয়োগ দেয়।

(৪৪) যিনি কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তার উচিত যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিলে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত শরীরের কোন পশম এবং নখ না কাটা।

উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত-

إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا

রাসূল (সা.) বলেছেন: যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই

স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)। (মুসলিম: ১৯৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯৫৫, ইসলামিক সেন্টার ৪৯৬১) অর্থাৎ বগলের নিচের পশম, নাভির নিচের পশম, মাথার চুল নখ ইত্যাদি কিছুই কাটা যাবে না। এমনকি ঈদের নামাযের জন্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে কিছুই করা যাবে না। প্রথম দিন যদি কুরবানী করা না হয় তাহলে দ্বিতীয় দিন পশু যবাই না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৪৫ **চুল নখ না কাটার বিষয়টি শুধু যিনি কুরবানী করবেন, তার জন্য প্রযোজ্য।** পরিবারের অন্যদের উপর এ বিধান বর্তাবে না। কেননা রাসূল (সা.) কুরবানী করতেন কিন্তু পরিবারের কাউকে চুল নখ কর্তন করতে নিষেধ করতেন না।

সুতরাং পরিবারের অন্যান্য লোকেরা চুল নখ কাটতে পারবেন।

৪৫ **হাদীসে বর্ণিত চুল নখ কাটা নিষেধ ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করার নিয়ত করেছেন।** তবে যদি কেউ অসিয়তের কুরবানী করে কিংবা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তার জন্য হাদীসের নিষেধগুলো প্রযোজ্য হবে না।

কোন নারীর জন্য উচিত নয় নিজে চুল নখ কাটতে নিজের সন্তান কিংবা ভাইকে প্রতিনিধির দায়িত্ব দেওয়া।

৪৭ **কেউ যদি চুল, নখ বা শরীরের কোন পশম এই দশ দিনে কর্তন করে, তাহলে তার উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব হবে না।** তার কুরবানী করাতে কোন সমস্যা হবে না। যদিও কেউ কেউ কুরবানী বাতিল হবে বলে ধারণ করে থাকে, যা মোটেও ঠিক না। আস্তাগফিরুল্লাহ

৪৮ **বিশেষ কোন প্রয়োজনে চুল-নখ কাটা যাবে।** যেমন নখের আংশিক ভেঙ্গে গিয়েছে, এখন বাকি অংশ না কাটলে সমস্যা হয়, তখন ঐ অংশ কাটাতে কোন সমস্যা নাই। অথবা চোখের ভিতর চুল গিয়েছে, সেই চুল বের করে ফেলাতের কোন সমস্যা নাই। অথবা ব্যান্ডিজ করার জন্য পশম কাটা দরকার। ইত্যাদি প্রয়োজনে চুল নখ কাটা যাবে।

৪৯ **যবাই করার আদাবসমূহ হতে একটি হলো যে,** পশুটিকে সুন্দরভাবে হাটিয়ে যবাইর স্থানে নিবে। জোর জবরদস্তি টেনে হেচরে নয়। মুহাম্মাদ বিন সীরিন বলেন- হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এক লোককে দেখলেন যে, ছাগলের পা হেচরিয়ে টেয়ে নিয়ে যাচ্ছে যবাই করার জন্য। হযরত উমার বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! একে সুন্দর ভাবে যবাইর জন্য নিয়ে যাও। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৮৬০৫)

যবাই করার পূর্বে চাকু ধার দিয়ে নিবে। এর উদ্দেশ্য হলো পশুটিকে আরাম দেওয়া। এটিও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা.) বলেছেন-

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ "

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি দুটি কথা মনে রেখেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন যাবাহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যাবাহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যাবাহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে। (মুসলিম: ১৯৫৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৮৯৭ ইসলামিক সেন্টার ৪৮৯৯)

যে পশুটিকে যবাই করবেন, তার সামনে চাকু ধার দিবেন না। অন্য পশুর সামনেও যবাই করবেন না। এটি ইহসান বা অনুগ্রহ বিরোধী কাজ।

ছাগল ও গরু শোয়ায়ে যবাই করা মুস্তাহাব। দাঁড়ানো অবস্থা কিংবা বসা অবস্থায় গরু, ছাগাল দুম্বা, ভেড়া যবাই করা ঠিক নয় বরং শোয়ায়ে করাই উত্তম, কেননা এতে তাদের প্রতি রহম করা হয়। এবং যবাই করাও সহজ হয়। পশুটি বা দিকে কাত করে শোয়াবে, এ অবস্থায় যবাই করা সহজ। ডান হাত দিয়ে ছুরি ধরবে আর বা হাত দিয়ে পশুটির মাথা ধরবে। আর যিনি বা হাতি লোক, তিনি পশুটি ডান কাতে শুয়াবে। যবাই করার সময় কিবলাকে সামনে রাখবে। এভাবে যবাই করাটাই সহজ এবং পশুর প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।
আর উটকে তিন পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় যবাই করা সুন্নাত। সামনের বা পা বাধা থাকবে।

পশু যবাই করার সময় কিবলাকে সামনে রাখবেন, এবং পশুটিকেও যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুখ রাখার চেষ্টা করবেন। এটি মুস্তাহাব আমল। বিশেষ করে হাদী এবং কুরবানীর পশুর বেলায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, তোমাদের সকলে যেনো যবাই করার সময় পশুকে কিবলার দিকে করে নেয়।

কুরবানী একটি ইবাদত। প্রত্যেক ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন-

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়্যাত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। (বুখারী: ১, মুসলিম: ১৯০৭)

কারণ নিয়ত দ্বারাই অভ্যাসগত কাজ ইবাদতে রূপান্তর হয়। কুরবানীও একটি ইবাদত। আর এটি পশু ক্রয় করার সময় যে নিয়ত করা হয়, তাই যথেষ্ট। নিয়তের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, কাজ তার উপর নির্ভর করে।

পশু যবাই করার সময় বিছমিল্লাহ ও তাকবীর বলবে এবং দুআও করবে। এভাবে বলবে..

"بِسمِ اللهِ واللهُ أَكْبرُ اللّٰهُمَّ منْكَ وَلَكَ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي" أَوْ "تَقَبَّلْ عَنْ فُلَانٍ"

হে আল্লাহ এটি আপনার জন্য। হে আল্লাহ এটি আমার পক্ষ থেকে কবূল করুন। অথবা উমুকের (যখন প্রতিনিধ যবাই করেন) পক্ষ থেকে কবূল করুন। বিছমিল্লাহ বলা ওয়াজিব, আর পরে তাকবীর ও দুআ বলা মুস্তাহাব।

কুরবানী ও হাদীর গোশত বিক্রি করা বৈধ নয়। তেমনিভাবে তার চামড়া, লোম, খুর, পশম কোনটাই বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা যখন পশুটি কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তখনই তা আল্লাহর জন্য হয়েছে, এখন আর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা বৈধ হবে না। কোন অংশ বিক্রি মানে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করা হতে প্রত্যাবর্তন করা।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন- সুবহানাল্লাহ! কিভাবে তা হতে বিক্রি করে, যাকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলো?

তবে কুরবানীর পশুর চামড়া দ্বারা যে কোন প্রকারের উপকৃত হওয়া যাবে। অথবা কোন এতিম খানায়ও দেওয়া যাবে, যা বিক্রি করে তাদের পেছনে খরচ করা হবে।

কসাইকে যবাই করা বা গোশত তৈরী করার বদলে কুরবানীর গোশত দেওয়া বৈধ নয়।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا "

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া ও ঝুল দান খয়রাত করে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে কসাইয়ের মজুরি দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরি পরিশোধ করে দেবে। (বুখারী: ১৭১৬, মুসলিম: ১৩১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩০৪৬, ইসলামীক সেন্টার ৩০৪৩)

কেননা কুরবানীর পশুটি আল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেখান থেকে কসাইকে বিনিময় দেওয়া মানে বিক্রি করা। সুতরাং কোন কাজের বিনিময়ে কাউকে কুরবানীর গোশত দেওয়া যাবে না।

যদি কসাই গরীব কিংবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধ হয়, তাদেরকে সাদাকাহ বা হাদিয়া হিসেবে কুরবানীর গোশত দেওয়া যাবে। তবে তাদেরকে গোশত দেওয়ার শর্তে কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এমন লোকদের গোশত হাদিয়া দেওয়া বেশি উত্তম। কারণ তারাই তো বেশি হকদার।

কুরবানী দাতা কুরবানী হতে নিজে খাবে, হাদিয়া দিবে এবং দান করবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

তারপর যেন তোমরা তা থেকে খেতে পরো এবং দুঃস্থ ও নিঃস্বকে খাওয়াতে পারো। (সূরা হাজ্জ: ২৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

তা থেকে তোমরা খাও, এবং খাওয়াও তুষ্ট-দুঃস্থকে ও ভিক্ষুককে। এইভাবেই আমরা এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা হাজ্জ: ৩৬)

আয়াতে কা'নে অর্থ যে ভিক্ষুক অন্যের নিকট চেয়ে খায়, আর মু'তার অর্থ অভাবী কিন্তু লজ্জায় চাইতে পারে না।

সালামা বিন আকওয়া হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন-

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ (বুখারী: ৫৫৬৯)

কতটুকু নিজ খাবে, কতটুকু দান করবে ও কতটুকু সাদাকাহ করবে এ ব্যাপারে উলামাদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এখানে বিষয়টি উন্মুক্ত, ব্যাপক, ইচ্ছাধীন। এক তৃতীয়ংশ নিজে খাবে, এক তৃতীয়াংশ দান করবে, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দিবে। এটি আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আবু জা'ফর নাহহাস বলেছেন- অধিকাংশ উলামা তন্মধ্যে ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ, আতা, সাওরী (রহ.) তাদের মতে এক তৃতীয়াংশ দান করবে, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দিবে, ও এক তৃতীয়াংশ নিজ পরিবারের লোক জন খাবে। আর যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি নিজেরা খায়, তাও জায়েয আছে।

কুরবানীতে অন্যকে উকীল বা অভিভাবক নির্বাচন করা: যদি মুয়াক্কেল উকিলকে মৌখিক বা প্রচলিত নিয়মে অনুমতি দেন যে, উকিল নিজে খাবে, দান করবে, কিংবা হাদিয়া দিবে। তাহলে এগুলো উকিল করতে পারবে। আর যদি অনুমতি না দেন, তাহলে সব গোশত মুয়াক্কিলের কাছে হস্তান্তর করবে।

কুরবানীর গোশত বেশি বা অল্প, গরীব অসহায়দের মাঝে সদাকা করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং দুঃস্থ ও নিঃস্বদের খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ: ২৮)

আহলে যিম্মীদের (মুসলিমদেশে যেসব অমুসলিম **'কর'** দিয়ে থাকে) কুরবানীর গোশত দেওয়া বৈধ। বিশেষ করে যিম্মী লোক যদি মিসকীন কিংবা প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় হয় অথবা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ধাবিত করার জন্য হয়। কেননা আল্লাহর নির্দেষ ব্যাপক। তিনি বলেন-

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করছেন না, যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয় নি, তাদের সঙ্গে তোমরা সদয় ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা: ৮)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) কোন এক বছর কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর সঞ্চয় করতে অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরবানীর গোশত সঞ্চয় করা নিষেধ বিষয়টি রহিত হয়েছে। এটিই জামহুর উলামায়ে কেরামদের মত।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

সালামাহ ইবনু আকওয়া‘ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের যে লোক কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিনে এমন অবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্‌ত কিছু থেকে যায়। পরবর্তী বছর আসলে, সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তেমন করব, যেমন গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ, কারণ গত বছর মানুষের মধ্যে ছিল অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম, তোমরা তাতে সহযোগিতা কর।

(বুখারী: ৫৫৬৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫০৫৮, মুসলিম ৫/৩৫, হাঃ ১৯৭৪)
এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যেসব এলাকায় কুরবানী কম করা হয় গরীব অসহায় লোক বেশি সেখানে তাদেরকে গোশত না দিয়ে সঞ্চয় করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে যেসব এলাকায় কুরবানী দাতা বেশি অসহায় লোক কম সেখানে সঞ্চয় করা দোষের কিছু নয়।

৬৫ **মূলত কুরবানী দাতা যেখানে অবস্থান করেন সেখানে কুরবানীর পশু যবাই করা উচিত, এবং সেখানেই গোশত বিতরণ করবে।** বিশেষ প্রয়োজনে ও জনস্বার্থে নিজ এলাকার বাইরেও কুরবানী করা যাবে। যেমন নিজ এলাকায় কুরবানী দাতা বেশি কিন্তু অসহায় লোক কম, অথবা অন্য দেশে অসহায় মুসলিম বেশি, এমতাবস্থায় কুরবানী অন্যত্র করা যাবে।

কুরবানী দাতা যদি নিজ দেশ ও পরিবার থেকে দূর থাকে, অর্থাৎ প্রবাসী হয়। তাহলে তিনি উকিল নিয়োগ দিয়ে নিজ দেশে কুরবানী করতে পারবে। এবং নিকটাত্মীয় ও গরীব অসহায়দের গোশত বিতরণ করতে পারবে।

কুরবানীর সঙ্গে আকীকা বৈধ হবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত এবং দুটির উদ্দেশ্য ভিন্ন। সুতরাং একটি আরেকটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। এবং একই পশু দ্বারা দুটি আদায় হবে না। যদিও কেউ কেউ কুরবানীর সাথে আকীকা করা যাবে বলে মত দিয়েছেন। এতে সুন্নাত আদায় হয় না।

আল্লাহ ভালো জানেন

আসুন আমরা জীবনের সকল অবস্থায় যে কোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে নামায রোযার মতো সমাজে ও রাষ্ট্রের মধ্যে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য সচেষ্ট হই এবং বুঝতে চেষ্টা করি যে

﴿ قُـلْ إِنَّ صَـلاتِي وَنُسُـكِي وَمَحْيَـايَ وَمَمَـاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

“নিশ্চয় আমার নামায, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্ম কার্য এমন কি আমার মরণ পর্যন্ত বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার কোন শরীক নাই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি, আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। [সূরা আনআম ১৬৩-১৬২]” আমিন